ভোরের কাগজ

22 MAR 2003

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টা

লম্পট প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় পার্বতীপুরে ক্ষোভ

পার্বতীপুর প্রতিনিধি : পার্বতীপুরে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। লম্পট প্রধান শিক্ষকের বিচারের দাবিতে এলাকাবাসী প্রতিবাদমুখর হলেও এখন পর্যন্ত প্রশাসনিকভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

উপজেলার হাবড়া ইউনিয়নের পল্লীগাঁও ৭৮নং মরনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তফিস উদ্দিন গত ২৩ ফেব্রুয়ারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে (১০) ধর্ষণের চেষ্টা করেন ও যৌনপীড়ন চালান। ছাত্রীর দরিদ্র পিতা অমূল্য বৈরাগী লম্পট প্রধান শিক্ষকের হুমকির মুখে থানায় মামলা করতে না পেরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা অফিসার অভিযোগ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দূরের কথা এলাকা পরিদর্শনেও যাননি। উপরন্তু শিক্ষা অফিসার রহস্যজনকভাবে টালবাহানা করে সময় ক্ষেপন করার পর তার লোক দিয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বাদীকে চাপ প্রয়োগ করছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। এদিকে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক এলাকাবাসীর প্রতিরোধের কারণে স্কুলে যেতে না পারলে শিক্ষা অফিসার তাকে ২০ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে প্রথম থেকেই ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে এ ঘটনার পর থেকে এলাকার অভিভাবকরা স্কুলে তাদের ছেলেমেয়ে পাঠাতে এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ঘটনার ২০ দিন পরও স্কুলে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। যৌন পীড়নের শিকার ছাত্রীটির পিতা অমূল্য বৈরাগীসহ অভিভাবকরা লম্পট প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান ইতিপূর্বে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার কথা বললেও গত শনিবার তার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কল্লোল কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।